সমকাল

তারিখ 03 APR 2015
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

স্বচ্ছভাবে পরীক্ষার খাতা দেখা হোক

শরিফুল ইসলাম

সমকালে ২৭ মার্চ শেষ পৃষ্ঠায় 'তড়িঘড়ি করে দেখা হয় পাবলিক পরীক্ষার খাতা' শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশ হয়। প্রতিবেদনটি অত্যন্ত সময়োপযোগী। হরতাল-অবরোধের কারণে এ বছর এসএসসি পরীক্ষা বিলম্বিত হয়েছে। ফল বিলম্বে প্রকাশ হলে ক্ষতি কী? তাড়াতাড়ি খাতা মূল্যায়নের জন্য একজন শিক্ষার্থীর মেধা-মননের সঠিক মূল্যায়ন কি হয়? ১০ দিনে ৪০০ খাতা দেখলে সেই খাতা কতটুকু মূল্যায়িত হয়?

খাতা মূল্যায়নের সময় যেন কম পান শিক্ষকরা, একই সঙ্গে খাতা দেখা নিয়ে শুরু হয়েছে এক বাণিজ্য। শিক্ষার ক্ষেত্রে এ যাবৎ কোচিং বাণিজ্যকে তির্যকভাবে দেখা হতো। এখন সেটা ঋজু ভঙ্গিতেই দেখা হচ্ছে।

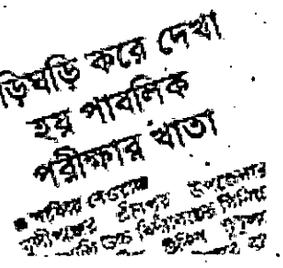

তবে কোচিং বাণিজ্যের পাশাপাশি ইদানীং পরীক্ষার খাতা দেখা বাণিজ্য অত্যন্ত দুঃখজনক। এখন প্রতিটি পরীক্ষার আগে পরীক্ষক হতে ইচ্ছুক শিক্ষকদের নামের তালিকা চেয়ে পাঠানো হলেও সেই তালিকা অনুযায়ী পরীক্ষক নিয়োগ করা হয় না। শিক্ষা বোর্ডের চেয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিশমা এ ক্ষেত্রে আরও বেশি। আমি নিজে একজন কলেজ শিক্ষক বলেই ঘনিষ্ঠভাবে এসব ব্যাপার প্রত্যক্ষ করার সুযোগ ঘটেছে। আমার জানামতে, এমপিওভুক্ত অনেক সিনিয়র শিক্ষক বাদ দিয়ে নবীন, নন-এমপিও শিক্ষকদের খাতা দেখার জন্য পরীক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে। আবার অনেক সিনিয়র শিক্ষক খাতা এনে নিজে না দেখে জুনিয়র টিচারদের দিয়ে সেই খাতার অর্ধেক পারিশ্রমিকের বিনিময়ে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করিয়ে থাকেন। নন-এমপিও একজন শিক্ষক সিনিয়র শিক্ষকের সান্নিধ্য ও আনুকূল্য পাওয়ার এ মোক্ষম সুযোগ হাতছাড়া করবেন কেন?

পরীক্ষার খাতা দেখায় তড়িঘড়ি ও বাণিজ্য কোনোটাই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এ ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

• বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, পাংশা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
পাংশা, রাজবাড়ী
sharifuljrd@gmail.com